182. Nd. 877. 7.

এমন কর্ম্ম আর ক'রব না।

(প্রহসন)

RARE BOOK

"পুরুবিক্রম," "সরোজিনী" ও "কিঞ্চিৎ জলযোগ" লেখক

কর্ত্তৃক প্রণীত।

Jyotirindranatha Thakura

কলিকাতা

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালীদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

আষাঢ় ১৭৯৯ শক।

NATIONAL LIBRARY CALCUTTA Imp 4500 E. 14.1.10.7

A

মূল্য ।৵০ দশ আনা।

বিজ্ঞাপন।

ভ্রমক্রমে কোন কোন স্থলে "প্রবেশ" "প্রস্থান" প্রভৃতি কথা অযথা স্থানে রহিয়াছে; কোন কোন স্থলে "প্রবেশ" "প্রস্থান" "স্বগত" "অন্তরাল" প্রভৃতি কথা আদৌ সন্নিবেশিত হয় নাই। অতএব বিজ্ঞ পাঠকেরা সেই সকল স্থান সংশোধন করিয়া লইবেন।

প্রহসনের পাত্রগণ।

সত্যসিন্ধু বাবু	... ...	কৃষ্ণনগরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
হেমাঙ্গিনী	... ...	সত্যসিন্ধুর কন্যা।
অলীক প্রকাশ	... ...	হেমাঙ্গিনীর বিবাহার্থী।
প্রসন্ন	... ...	হেমাঙ্গিনীর দাসী।
জগদীশ মুখোপাধ্যায়	...	কলিকাতার একজন সম্ভ্রান্ত লোক।
গদাধর	... ...	জগদীশ বাবুর মোসাহেব ও প্রসন্নের বিবাহার্থী।

অলীকের বন্ধু।

এক জন বাড়ি ভাড়া আদায়ের লোক।

ব্যাঙ্কের পেয়াদা।

এমন কর্ম্ম আর ক'রব না।

প্রথমাঙ্ক।

(একটা ঘর)

প্রসন্নের প্রবেশ।

নেপথ্যে দ্বারে আঘাত।

প্রসন্ন। দরজা ঠ্যালে কেও ?—(দ্বার উদ্‌ঘাটন ও গদাধরের প্রবেশ) ওমা, গদাধর বাবু যে! কি ভাগ্যি! আজ যে এত সকাল সকাল ? বড় মান্‌ষের মোসাহেব, দশটা না বাজ্‌তে বাজ্‌তেই ঘুম ভাংলো ?

গদা। মাইরি! তাইতো! আজ কাল দেখ্‌চি তুই বড় রসিক হয়েছিস্‌!

প্রস। আমাকে আবার রসিক দেখ্‌লে কিসে ?

বলি, বড়মানুষের মোসাহেব ব'লে আমাদের কি একেবারে ভুলে যেতে হয় ?

গদা। ছি ! ও কথা ব'ল না। তোমাকে কি আমি ভুলতে পারি ? যেই শুনেছি তোমাদের মনিবের সঙ্গে কাল তুমি কল্‌কাতায় এসেছ—অমনি আমি আহার নিদ্রে ত্যাগ ক'রে কখন্ তোমার সঙ্গে দেখা হয় এই চিন্তাতেই আছি। আজ ভোর না হতে হতেই দেখ তোমার কাছে দৌড়ে এসেছি। এই বাড়িটের সন্ধান কত্তেই যা আমার একটু দেরি হয়েছে। তা পিস্‌নি; তোর সাক্ষেতে বলতে কি, এই দ্যাখ্, তোর জন্যে ভেবে ভেবে আমার কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে।

প্রস। (কণ্ঠায় হাত দিয়া) ও মা তাইতো গা— আহা ! কি হবে !

গদা। ভাল পিস্‌নি, আমি যে এই দশটা মাস ধৈর্য্য ধ'রে রয়েচি, কারও পানে একবারও চোক্ ফেরাইনি, এর দরুণ তুই আমাকে কি দিবি বল্ দেখি ?

প্রসন্ন। এত দিন আর কারও পানে কি তোমার মন যায় নি ?

গদা। তোমার দিব্যি না। তা কেন, অত

কথায় কাজ কি, তোমা ভিন্ন আর কারও পরে আমার মন নেই ব'লে মোসাহেব মহলে আমার ভারি নিন্দে হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ঠাট্টা খেতে খেতে আমার প্রাণটা গেল। ভাল পিস্‌নি, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস্‌ কর্‌ব? আমি যেমন ঠিক্‌ আছি তুই ও তো—

প্রস। মর্‌ ড্যাকরা—আমরা কি পুরুষের মতন—

গদা। না না না আমি-তো বল্‌চি নে। আমি বেশ জানি তোমার মত সতী সাবিত্রী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সে যা হোক্‌, তুমি আমাকে তখন কি বল্‌ছিলে?

প্রস। এমন কিছু নয়, আমি বল্‌ছিলেম কি, যে আমাদের কর্ত্তা সত্যসিন্ধু বাবু, তাঁর মেয়ের বে দেবার জন্যে এখানে এসেছেন। আমাদের দিদি ঠাকুরুণ সমত্ত হয়ে উঠেছে—এখনও বে হ'ল না—কি ঘেন্নার কথা মা!

গদা। সেকি? এখনও বে হয় নি? তোমাদের কর্ত্তা খেষ্টান না কি?

প্রস। অমন কথা বোলো না। তোমার বা-

ড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বন হয়। কর্ত্তা ইদিকে খুব ধর্ম্মিষ্টি। তবে কিনা তেনার একটা এই বা-তিক হয়েছে যে, মনের মতন ভাল বর না পেলে, তিনি কখনই তেনার মেয়ের বে দেবেন না। এর মধ্যে যে কত বর এল আর গেল তার আর ঠিকানা নেই। এইবার যে ছেলেটার সঙ্গে বে হবার কথা হচ্চে সে ছেলেটী খুব ভাগ্যিমন্ত। যে বাড়িতে এখন আমরা রয়েছি, এটা তার বাড়ি।

গদা। এটাতো মস্ত বাড়ি দেখ্‌চি।

প্রস। মস্ত বৈ কি; এর আবার দুই মহল। এক মহলে বরটী নিজে থাকে, আর এক মহলে আমাদের কর্ত্তাকে থাক্‌তে দিয়েছে। তিনি কৃষ্ণনগর থেকে সবে এই এসেছেন—কল্‌কাতার তো কিছুই চেনেন না, তাই আপাতত এই বাড়িতে উঠেছেন। বরটীকে আমাদের দিদিঠাকরুণের বড় পছন্দ হয়েছে। এখন যার সঙ্গেই হোক্, দিদিঠাক্‌রুণের বে টা হলে হয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তেনার বে হলে আমাকে গয়না দেবেন, কাপড় দেবেন আর নগদ টাকা দেবেন।

গদা। নগদ টাকা! তবে তো তোমার পোহা বারো দেখছি! তা-তা-তা কত টাকা পাবে?

প্রস। হাজার টাকা।

গদা। মরুক্ গে যাক্, আমার তা জেনে লাভ কি? (স্বগত) এই টাকাটা গ্যাঁড়া দিতে হবে (প্রকাশ্যে) তা, ওতে আমার কি লাভ? পীরিত যে জিনিস সে কি টাকার ধার ধারে? ওই যে কি একটা ভাল গান আছে—
(গান গাইতে গাইতে)

"শুধু ধনে কি করে,
যে যারে সঁপেছে প্রাণ সে চায় তারে"

(কিঞ্চিৎ পরে) ভাল হ্যাঁগা টাকাটা কি নগদ দেবে?

প্রস। নগদ বৈ কি!

গদা। (স্বগত) ভাল একটা কথা মনে পড়্‌ল। আমাদের জগদীশ বাবু আমাকে বলেছিলেন যে যদি আমি বিধবা বে কত্তে পারি, তা হলে তিনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। তিনি বলেন যে বিধবা বিয়ে

চল্‌তি না হলে দেশের ভাল হবে না। আর এই জন্য তিনি বিস্তর টাকা খরচ কচ্চেন। এতে দেশের ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্ তাতে আমার কিছু এসে যায় না—আমার কিছু লাভ হলেই হ'ল। একবার চেষ্টা ক'রেই দেখা যাক্‌না—এতে আমার দোকর লাভ হবে—মাগিকে যদি রাজি কত্তে পারি, তাহলে ওর হাজার টাকাটা গ্যাঁড়া দেওয়া যাবে, আবার আমাদের বাবুর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা হাতানো যাবে। বড় মজাই হয়েচে। এখন মাগিকে রাজি কত্তে পাল্লে হয়। কথাটা পেড়েই দ্যাখা যাক্ না। (প্রকাশ্যে) পিস্‌নি তুই যদি আমাকে ভাল বাসিস্, তাহলে একটী কথা শুন্‌তে হবে, বল্ শুন্‌বি কি না ?

প্রস। ইস্তক নাগাদ আমি তোমার কোন্ কথাটী শুনি নি যে তুমি আমাকে অমন করে বল্‌চ।

গদা। তবে বল্‌ব ?—কোন দূষ্য কথা নয়—এই বল্‌ছিলেম কি—তুই বে করবি ?

প্রস। মরণ আর কি! মিন্‌ষের কথার ছিরি দেখ না, আমি আবার কেন বে কর্‌তে গেলেম—তুই বে কর্, তোর চোদ্দপুরুষ বে করুক। পোড়া-

মুখোর বল্‌বার রকম দেখ না—একবার বে হয়ে গেলে আবার নাকি বে হয়, ওমা কি লজ্জার কথা! কি ঘেন্নার কথা মা! তুমি কি গা পাগল হয়েছ না কি?

গদা। এ সে বে নয় রে, এ সে বে নয়। এ বিধবা বে। এতে কোন দোষ নেই। এখনকার পণ্ডিতরা বলেছে যে বিধবাদের বে হতে পারে। আর এখন তো পাড়ায় পাড়ায় তাই হচ্চে, আবার বিধবা বের আইনও হয়েছে। এই সে দিন তো আমাদের ভট্‌চায্যি মশাদের বাড়িতে বিধবা বে হয়ে গেল, তাতে কত বড় বড় পণ্ডিত সব বিদেয় নিয়ে গেল।

প্রস। (আহ্লাদিত হইয়া) ওমা কি হবে! বিধবার বে তবে হতে পারে? যে পণ্ডিত এ কথা বলেছে তার মুখে ফুল চন্নন পড়ুক্!

গদা। এখন বল্ দেখি এতে রাজি আছিস্ কি না?

প্রস। এতে যখন কোন দোষ নেই তখন রাজি হব না কেন?

গদা। আর দ্যাখ্, বের খরচ পত্রের কোন

ভাবনা নেই, তুই যে টাকাটা পাবি তাতেই অনায়াসে হবে; তা আর দেরি করবার দরকার নেই, শুভস্য শীঘ্রং বুঝলি কি না?

প্রস।—হা আমার কপাল! এখনও যে আমাদের দিদিঠাকরুণের বে হয় নি—তেনার বে না হলে তো আর আমি ও টাকা পাচ্চিনে।

গদা।—কেন, এখনও হচ্চে না কেন?

প্রস।—তা আমি বল্‌তে পারিনে—কিন্তু ভাব সাব দেখে বোধ হচ্চে একটা কি বাগ্‌ড়া পড়েছে।

গদা।—কিসের বাগ্‌ড়া? নগদ হাজার টাকা যখন পাবার কথা হচ্চে তখন আবার বাগ্‌ড়া কিসের? এই বিয়েটা কোন রকম ক'রে ঘটাতেই হবে। তোর কর্ত্তাকে কোন রকম ক'রে ভুলিয়ে ভালিয়ে যাতে এই বিয়েটা হয় তার জন্যে তোর চেষ্টা কত্তে হবে। আর যদি কোন বিষয়ে আমাকে দরকার হয়——

প্র।—তোমাকে দরকার হবেই—আমি জানি তোমার অনেক ফন্দি টন্দি এসে। কিন্তু আগে এইটে জান্‌তে হবে, কর্ত্তা রাজি হচ্চেন না কেন।

এই যে দিদ্‌ঠাকরুণ এই দিকে আস্‌চেন। তুমি এই ব্যালা ঐ আড়ালটায় নুকোও। মাথা খাও পালিও না।

(গদার অন্তরালে গমন)

নেপথ্যে।—(উচ্চৈঃস্বরে) ও লো ও পিস্‌নি! —পিস্‌নি!—

(হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ।)

প্র।—কেন দিদি ঠাকরুণ?

হেমা।—এই যে লো—তুই যে এখানে আচিস্‌ দেখ্‌চি। হ্যাঁলো তিনি কি আজ বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলেন?

প্র।—কে গা?

হেমা।—কে গা—যেন উনি কিছুই বুঝ্‌তে পারেন নি—রঙ্গিনী আর কি!

প্র। (ঈষৎ হাসিয়া)—ও বুঝিচি; অলীক বাবুর কথা সুধোচ্চো?

হেমা।—হ্যাঁলো হ্যাঁ।

প্রস।—কৈ না দিদিঠাকরুণ তাঁকে আজ এখানে দেখ্‌তে পাইনি।

হেমা।—ও লোকটী কে লো, যে এই মাত্র চলে গেল?

প্রস।—(স্বগত ওমা! দিদিঠাকরুণ দেখ্‌তে পেয়েচেন দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) আমার দেশের একটী কুটুম্ব মানুষ দিদিঠাকরুণ। তা—তা—

হেমা।—আমার কাছে আবার ভাঁড়াচ্চিস্? ঠিক্ কথা না বল্লে দেখ্‌তে পাবি।

প্র।—তবে বল্‌ব দিদিঠাকরুণ! এই কৃষ্ণনগরে তোমার সাক্ষেতে যার কথা বলেছিলাম দিদিঠাকরুণ সেই মিন্‌সেটী।

হেমা।—তার সঙ্গে তোর কি কথা হচ্চিল লো?

প্র।—ও মা কি ঘেন্নার কথা! মিন্‌সে বলে কি দিদিঠাকরুণ যে তুই আমাকে বে কর্, পণ্ডিৎরে নাকি বলেছে যে বিধবা বেতে দোষ নেই; একথা কি সত্যি দিদিঠাকরুণ?

হেমা।—(হাস্য করত) ও লো! তুই বিধবা বিয়ে কর্‌বি? ওমা আমি কোথায় যাব! তা তুই কর্‌না, তাতে কোন দোষ নেই; সত্যি পণ্ডিতরা বলেছে বিধবার বিয়ে হতে পারে।

প্রস। দিদিঠাকরুণ তাই তোমায় সুধোচ্চি।—মিন্‌সের কথায় আমার বড় পেত্তয় হয় নি।

হেমা।—তার সঙ্গে যদি তোর ভাব হয়ে থাকে তাহ'লে তুই বিয়ে কর্‌না। যার সঙ্গে যার ভাল বাসা হয় তাদের বিয়ে দিতে আমার বড় ইচ্ছে করে। যখন নভেলে পড়ি যে দুজনের ভাল বাসা হয়ে বিয়ে হল না তখন আমার বড় কষ্ট হয়। তা—আমার বিয়ে হয়ে গেলে, তোর বিয়ে দিয়ে দেব—আর তাতে যা খরচ পত্র লাগ্‌বে তা সব দেব।

গদা।—(অন্তরাল হইতে স্বগত) তবে আমাকে আর পায় কে?

হেমা।—তা—সেই মিন্‌সেটীকে তোর পছন্দ হয়েছে তো লো?

প্রস।—মিন্‌সেটাকে দিদিঠাকরুণ দেখ্‌তে বেশ। মুখ্‌টা চ্যাপ্‌টা পারা—চোক দুটী গোল গোল পারা—নাকটা ট্যাকাল পারা—বেশ।

গদা (অন্তরাল হইতে স্বগত) আ মরি! আমার রূপের কি বর্নিমেটাই হচ্চে!

হেমা।—(হাস্য করত) তার রূপের যে রকম বর্ণনা কল্লি তাতে আর কার না পচন্দ হয়?—সে

যা হোক্—ইদিকে যে ভারি গোল বেদে উঠেছে লো, আমার বেতে যে বাগ্‌ড়া পড়েছে। আমার বিয়ে না হলেতো আর তোর বিয়ে হচ্চে না।

প্রস।—বাগ্‌ড়া পোলো কেন দিদিঠাকরুণ?

হেমা।—অলীক বাবুর সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দেবেন না, সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দেবেন।

গদা। (অন্তরাল হইতে) কলা পোড়া খেলে যা! হাজার টাকাটা দেখ্‌ছি তবে মাঠে মারা গ্যাল।

প্রস।—কেন দিদিঠাকরুণ, বরটীতো বেশ। দেখ্‌তে শুন্‌তে কথায় বাত্রায় কেমন!—দু চারটে সৌখিন রকম দোষ থাক্‌লে কি এসে যায়?

হেমা।—(হাস্য) মাইরি তোর কথা শুন্‌লে হাসি পায়, দোষ আবার সৌখিন রকম কি লা? মাইরি পিস্‌নি এত জানে!

প্রস।—সৌখিন দোষ কাকে বলে জান না দিদিঠাকরুণ?—এই মদ টদ্ খাওয়া। বাবু লোকদের এ দোষ গুলি প্রায়ই হয়ে থাকে।

হেমা।—দোষের কথা যদি বলিস্—তো তার আমি একটী দোষ দেখেছি। সেই দোষের কথা কাল বাবার কাছে এক জন কে বলেছে। তুইতো জানিস্

আমার বাবা কি রকম সাদা সিদে লোক, পষ্টাপষ্টি কথা না বল্লে তিনি ভারি চ'টে যান। তিনি আর সব দোষ মাপ করেন কিন্তু সেই দোষটী মাপ করেন না। বাবার কাছে কে বলেছে যে অলীক বাবু, আর সকল রকমে লোক ভাল, কেবল দোষের মধ্যে ভুলেও তাঁর মুখ দিয়ে একটী সত্যি কথা বেরোয় না। কিন্তু বাস্তবিক তা তো নয়। তিনি একটু সাজিয়ে গুজিয়ে কথা বলেন, আর লোকে মনে করে মিথ্যে কথা। আর, লোক গুল এমনি খারাপ যে গল্প একটু আশ্চয্যি রকম হলেই তাঁদের আর বিশ্বাস হয় না।

প্রস।—এতক্ষণে আমি কথাটা বুঝতে পাল্লেম দিদিঠাকরুণ, বোধ করি তিনি অনেক দেশ বিদেশ ভেমণ করে থাকবেন। যারা মুলুক ভেমণ করে তাদের কাছে অনেক রকম আশ্চয্যি কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়।

হেমা।—তা নয় পিস্‌নি, আমার বোধ হয় তিনি অনেক নভেল পড়েছেন। নভেল কি তা জানিস্‌? নভেল বলে এক রকম নতুন বই বেরিয়েছে—তাতে যেমন জ্ঞানের কথা থাকে এমন আর কিছুতে না।

আগে মহাভারত রামায়ণ পড়্‌তে কি ভালই লাগতো, কিন্তু নভেল পড়্‌তে শিখে অবধি সে গুল আর ছুঁতেও ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে করে তোকে লেখা পড়া শেখাই তা হলে নভেল পড়বার সুখটা তুই জান্‌তে পারিস্।—আচ্ছা নভেল পড়্‌তে কেমন লাগে শুন্‌বি পিস্‌নি ?—

প্রস। আমরা দিদিঠাকরুণ মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ, আমরা ও সব কি বুঝ্‌ব।

হেমা। সব কথা না বুঝিস্ ভাবটাও তো বুঝ্‌তে পার্‌বি,—সে এমনি মিষ্টি একবার শুন্‌লে আর তুই ভুলতে পার্‌বি নে—আমি বইটা নিয়ে আস্‌চি। (প্রস্থান)

প্রস। কথক ঠাকুরের কাছে কত শাস্তোরের কথা শুনেছি কিন্তু দিদিঠাকরুণ যে শাস্তোরের কথা বল্লেন তাতো আমি কখন শুনিনি। আমাদের দিদিঠাকরুণ কত ন্যাকাপড়াই না জানি শিখেছেন।

(পুস্তক হস্তে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

এই শোন্ (পাঠারম্ভ) "এখনও প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। এখনও ক্ষীণচন্দ্র নৈশ-গগন প্রান্তে, সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায়

ভাসিতেছিল, হাসিতেছিল, খেলিতেছিল, আবার হাসিতেছিল এবং আবার খেলিতেছিল।" দ্যাখ্ দিকি পিস্নি এখানটা কেমন লিখেছে—তোরা হলে শুধু বল্‌তিস্ "হেসে খেলে ব্যাড়াচ্ছিল" কিন্তু এতে দ্যাখ্ দিকি কেমন বলেছে "ভাসিতেছিল হাসিতেছিল খেলিতেছিল আবার হাসিতেছিল এবং আবার খেলিতেছিল" (প্রসন্ন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ ভাবে হাঁ করিয়া শ্রবণ) তার পর শোন্—"ক্রমে উষার দুই চারিটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল—পুষ্প-কলিকা দুই চারিটি ফুটিয়া উঠিল—গাছের দুই চারিটি পাতা নড়িল। প্রথমে একটী পক্ষী ডাকিল, তার পর দুইটী পক্ষী ডাকিল, পরে তিনটী পক্ষী ডাকিল—শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। কুঞ্জে কুঞ্জে পক্ষীর কলরবের সহিত গৃহে গৃহে ঝাঁটার কলরব উঠিল। এই দুই কলরব মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মধুর প্রভাত-সঙ্গীত সৃজিত হইয়া প্রাভাতিক গগণে সমুত্থিত হইল। সকলই নিস্তব্ধ—কেবল একটী মাত্র অশ্বারোহী পুরুষ জনশূন্য পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার অশ্বের পদ-শব্দে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ

হইতেছে—ক্রমে সেই অশ্বারোহী পুরুষ একটী গৃহ-দ্বারে উপনীত হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন; দেখিলেন, বংশীবদন ঘোষের বাড়ির গৃহস্থেরা সকলেই নিদ্রিত। কেবল একটী-মাত্র বালিকা সম্মার্জ্জনীহস্তে গৃহপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতেছিল। সুন্দরীর সুকুমার হস্তে ঝাঁটার যে কি শোভা তাহা কি পাঠকগণ দেখিয়াছেন?—কেহ যদি না দেখিয়া থাকেন তো আমি দেখিয়াছি। ইহাতে প্রখরে মধুরে মিশে। বজ্র ও বিদ্যুতে প্রখরে মধুরে মিশে; নিদাঘ দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ও বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় প্রখরে মধুরে মিশে; ব্রাণ্ডি ও শরকে, প্রখরে মধুরে মিশে; চীলের চিহিঁরবে ও কোকিলের কুহূ ধ্বনিতে প্রখরে মধুরে মিশে; এবং বালিকার সুকুমার হস্তে ঝাঁটিকাও প্রখরে মধুরে মিশে। হে ঝাঁটে!—হে শতমুখি!—হে ধূমকেতুপ্রতিরূপিণি সম্মার্জ্জনি!—হে কুণ্ডলাকৃতিধূলিরাশিসমুদ্গারিণি!—হে শল্বক-কণ্টকী-নিন্দিত-তীক্ষ্ণকর-প্রসারিণি!—হে নারিকেল-রশি-নিবদ্ধ-শিরোদেশ-সুশোভিনি! কিবা তোমার অতুলনা মহিমা! তুমি গৃহের শ্রীস্বরূপা, কারণ

তুমি গৃহ-প্রাঙ্গণের মুখ উজ্জ্বল কর—তুমি পল্লীর বৈতালিক-স্বরূপা, কারণ তোমার মৃদু মধুর ঝর ঝর নিনাদে গৃহস্থের নিদ্রা ভঙ্গ কর—তুমি দ্বিপত্নীক ভর্ত্তার ভীতি-স্বরূপা, কারণ দিবারাত্রি তাহার উপর নিগ্রহ কর—তুমি বীরত্বের আদর্শ-স্বরূপা, তোমার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে কেহ অগ্রসর হয় না, কারণ তোমা কর্ত্তৃক নিগৃহীত ভীরুদের পৃষ্ঠদেশেই ক্ষতচিহ্ন লক্ষিত হয়—তুমি অলঙ্কার শাস্ত্রোল্লিখিত মহাকাব্য-স্বরূপা—কারণ তোমাতে নব রসেরই আবির্ভাব। যখন আনতমুখী অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর সুকুমার হস্তে তুমি শোভমানা হও, তখন তুমি আদি রসের উত্তেজক—যখন প্রচণ্ড মূর্ত্তি-ধারিণী, ঘূর্ণায়মানলোচনা, আলুলায়িতকেশা, বদ্ধ-পরিকরা বাপান্তবর্ষিণী প্রৌঢ়ার হস্তে বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া থাক তখন তুমি রৌদ্র বীর ও ভয়ানক রসের উত্তেজক এবং যখন তোমার সেই সুতীব্র ভীষণ বজ্র নিগৃহীত ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশ শতধা বিদীর্ণ করিয়া রক্তনদী প্রবাহিত করে, তখন তুমি করুণ-রসের উত্তেজক—যখন তুমি আঁস্তা-কুড়ের আবর্জ্জনারাশির মধ্যে ক্রীড়া করিতে

থাক তখন তুমি বীভৎস রসের উত্তেজক—যখন তোমার কোমল স্পর্শে কুপিত নায়কের কোপ শান্তি হয় তখন তুমি শান্তিরসের উত্তেজক। তোমার মহিমার অন্ত কোথায়?—তোমাকে প্রণাম।

প্রস। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

হেমা। ও কি লো প্রণাম করিস্ কাকে?

প্রস। দিদিঠাকরুণ ঠাকুর দেবতাদের নাম শুন্‌লে প্রণাম কর্‌তে হয়। ওতে ঠাকুরের মহিমের কথা খুব নিকেচে।

হেমা। (হাসিয়া) সে কি লো? ঠাকুর দেবতার কথা এতে কোথায় পেলি?—তুই কি কিছুই বুঝ্‌তে পারিস্ নি? তাই তো বলি, লেখাপড়া যদি শিখ্‌তিস্ তা হলে কেমন বুঝ্‌তে পার্ত্তিস্। দেখ্‌চিস্‌নে, একটা সামান্য কথা কত বাড়িয়ে—কত অলঙ্কার দিয়ে লিখেছে। তা দেখ্, একটা ছোট কথা বাড়িয়ে বল্লে কেমন বেশ মিষ্টি লাগে। সেই জন্যে অলীকবাবুর কথা শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগে। কিন্তু বাবা তো তা বোঝেন না। একটা কথা ভাল করে সাজিয়ে বল্লেই তিনি মিথ্যে

কথা মনে করেন। দ্যাখ্ পিস্নি, আমার বোলে নয়—যথার্থ ভাল বাসা হলেই কেমন একটা না একটা বাগ্ড়া পড়ে। এ রকম ঢের আমি নভেলে পড়েছি। কিন্তু ভাল বাসা হলে কি কেউ ধরে রাখ্তে পারে? বাবা বলেছেন যদি তিনি একবার তাঁর একটা মিথ্যা কথা ধর্তে পারেন তা হলে তাঁর সঙ্গে আর আমার বিয়ে দেবেন না।

প্রস।—বল কি দিদিঠাকরুণ? বাবু মানুষ, কাঁচা বয়েস, সহরে বাস, দু চারটে মিথ্যে কথা না বল্লে কি চলে?

হেমা।—সে যাক্, এখন অলীক বাবুকে আগে থাক্তে কি ক'রে সাবধান ক'রে দি ভেবে পাচ্চি নে।

প্রস। রোস, আমি এই খানে দাঁড়িয়ে দেখি তিনি কখন্ এখানে আসেন। কর্ত্তাবাবুর কাছে যাবার আগেই আমি তেনাকে সাবধান ক'রে দেব।

হেমা। চুপ্ কর্তো!—বাবার ঘরে কে যেন কথা কচ্চে না?—এ নিশ্চয় অলীক বাবুর গলা।

প্রস। তবে বুঝি দিদিঠাকরুণ' তিনি আর এক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসেছেন।

হেমা। তবেই তো দেখছি সর্ব্বনাশ! যদি বাবার সঙ্গে কথা কবার সময় পেয়ে থাকেন, তা হলেই তো দেখ্‌ছি—

প্রস। তা দিদিঠাকরুণ কর্ত্তাবাবু যাতে ওঁর বেফাঁস কথা শুন না ধর্‌তে পারেন তার একটা ফন্দি কর্‌তে হবে। আমার ঘটে বড় বুদ্ধি এসে না। তবে আমার সেই মিন্‌সেটাকে ব'লে দেখি যদি তার কোন রকম বুদ্ধি যোগায়; দিদিঠাকরুণ আমি জানি তার অনেক রকম ফন্দি এসে।

হেমা। তবে তাই দ্যাখ্ দিকি।

(হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।)

প্রস। (গদাধরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ও গো একবার এই দিকে এস তো গা।

(গদাধরের প্রবেশ)

প্রস। দিদিঠাকরুণ যা বল্‌ছিলেন তা সব শুনেছো তো?

গদা। আড়াল থেকে আমি সব শুনেছি।

প্রস। পার্‌বে?

গদা। পারব না? হাজার টাকা বড় কম কথা না, আমি এর ভার নিলুম। আমি এমন

ফন্দি কর্‌ব যে তাঁর মিথ্যা কথা স্বয়ং ব্রহ্মা এলেও ধর্‌তে পার্‌বেন না। অলীক বাবু আমাকে দেখ্‌তে পাবে না অথচ তাঁর কথা আড়াল থেকে আমায় সব শুন্‌তে হবে। কি রকম ধারার লোকটা তার একটু আঁচ আগে থাক্‌তে নিতে হবে।

প্রস। দ্যাখ—ওন্‌রা এলে তুমি ঐ ঘরের ভিতর ঢুকো; তুমি ঐ ঘর থেকে সব দেখ্‌তে শুন্‌তে পাবে, অথচ তোমাকে কেউ দেখ্‌তে পাবে না। পিছনের সিঁড়ি দিয়ে পালাবারও বেশ পথ আছে।

গদা। কিছু ভয় নেই—দ্যাখ্ দিকি আমি কি করি। (স্বগত) অলীক বাবু মিথ্যা বোলে যেই ধরা পড়বার মতন হবেন অমনি তাঁকে আমার বাঁচিয়ে দিতে হবে। যদি বুদ্ধির দোষে না বাঁচাতে পারি, তাহলে হাজার টাকাটাতো মাঠে মারা যায়। এই বুঝে এখন আমার কাজ কর্‌তে হবে।

প্রস। ওগো, এই ব্যালা ঘরে ঢুকে পড়, তেন্‌রা আস’চেন।

(গদাধর ও প্রসন্নের প্রস্থান এবং অন্তরাল হইতে অবলোকন)।

(নেপথ্য হইতে) সত্য বল্‌চি মশায়।

সত্যসিন্ধু ও অলীক বাবুর প্রবেশ।

সত্য। বল কি বাপু?

অলীক। আজ্ঞা হাঁ মশায়, কামাখ্যা দেশের রাজকন্যা। রাজকন্যার নামটী হচ্চে মনোরমা। আমাকে বিবাহ কর্‌বার জন্য তিনি একবারে পাগল, কিন্তু আমি তাতে রাজি হলেম না। কেন না, আর এক জনের সঙ্গে আমার নাকি—

সত্য। আচ্ছা বাপু সেকি সত্য রাজকন্যা?

অলীক। আজ্ঞে রাজা বিক্রমাদিত্যের বংশ।

সত্য। বনেদি ঘরের বটে। ভাল, সকলেই কি তাঁর দর্শন পেতে পারে?

অলীক। বলেন কি মশায়, তাও কি কখন হয়! চারিদিকে সেপাই পাহারা। কেবল আমি বোলে তাই পেরেছিলেম।

সত্য। বটে?

অলীক। আপনার সহিত সাক্ষ্যাৎ হয়ে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে তা আমি এক মুখে বল্‌তে পারিনে। সমস্ত গল্পটা মহাশয়ের কাছে বল্‌ছি শুনুন্।—

সত্য।—ও কথা বাপু থাক্, আর একটা গল্প বল।

অলীক।—এ গল্পটা সত্যি মশায়।

সত্য।—এ গল্পটা সত্যি, তবে কি অন্য গল্প গুল মিথ্যা ?

অলীক।— রাম ! সে কি কখন হতে পারে ? সে সব গল্পই সত্যি, তবে কি না এটা আরও—

সত্য।—এটা আরও সত্যি ?

অলীক।—নানা তা নয়। আমি সে কথা বল্‌চি নে। সে যাহোক্, বিবাহের সমস্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল, আবার আপত্তি কিসে হচ্চে মশায় ?

সত্য।—বাপু! তোমাকে তবে সব খুলে বলি। আমার মেয়েটির বয়স হয়েছে, আর তাকে বেশি দিন রাখা যায় না। এখনও তার বিবাহ হলনা ব'লে লোকে আমার ভারি নিন্দে কচ্চে, কিন্তু আমি সে সব সহ্য ক'চ্চি; আমার এই প্রতিজ্ঞা হয়েছে যে যত দিন না একটী ভাল বর খুঁজে পাব, ততদিন কখনই আমার মেয়ের বিবাহ দেব না। এতে আমার জাত থাকুক আর নাই থাকুক্। বিশেষ আমার মেয়েটিকে অনেক যত্নে লেখা পড়া শিখিয়েছি, উপযুক্ত বর না পেলে তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়।

অলীক। তাতে আর সন্দেহ কি মশায়। তা কেন, সেক্‌সপিয়ার তাঁর ওএব্‌ষ্টর ডিক্‌স্যানারি বোলে একটা নভেলেতে তো পষ্টই লিখেছেন যে মেয়েদের লেখাপড়া না শেখালে তারা হয় একটা জন্তু।

হেমা। (প্রসন্নের প্রতি অন্তরালে) দেখ্‌লি উনি নভেল পড়েছেন, আমি যা ঠাউরেছিলেম তাই।

অলীক। আর, চেম্বর্স অ্যাট্‌লাসে বায়রণ্ লিখেছে যে নথ্ যেমন স্ত্রীলোকের প্রেধান আলঙ্কার বিদ্যাও স্ত্রীলোকের পক্ষে তাদ্রূপ।

সত্য। আমাদের শাস্ত্রেতেও এ বিষয়ের অনেক প্রসঙ্গ আছে।

অলীক। আজ্ঞে আছে বৈকি; আমাদের শাস্ত্র অগাধ জগদম্বা বিশেষ, উপযুক্ত ডুবুরি হলে সকল রত্নই পাওয়া যায়। তা কেন, কালিদাসই তো মুগ্ধবোধে লিখে গেছেন যে "বিদ্যাহীন না শোভন্তি বৈশাখে নর বাঁদরী।"

সত্য। তুমি বাপু সংস্কৃতও জান না কি?

অলীক। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) আজ্ঞে, আপ-

নার আশীর্ব্বাদে কিঞ্চিৎ জানা আছে—বল্লে অহঙ্কার করা হয়, এই সে দিনে তারানাথ বাচস্পতি মশায়ের সঙ্গে ব্যাকরণ ঘটিত অনেক তর্ক বিতর্ক হল— তা বল্‌তে কি, তাঁর কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মেছে—তা, মশায়, ঝাড়া তিন ঘণ্টা তর্কের পর তাঁকে মুক্ত কণ্টকে স্বীকার কর্‌তে হল যে বাপু তোমার মত অদ্ব্যতীয় পণ্ডিত আর ভূভারতে নেই।

সত্য। বাপু—আমাদের সেকেলে ইংরাজি ও সংস্কৃতের চর্চ্চা বড় ছিল না—পার্সিটাই খুব চলিত ছিল। (স্বগত) সংস্কৃত ও ইংরাজি শাস্ত্রে ছোগ্‌রাটীর বিলক্ষণ দখল আছে দেখ্‌ছি—কিন্তু শুধু বিদ্যা থাক্‌লে তো চল্‌বে না (প্রকাশ্যে) দেখ বাপু, এপর্য্যন্ত যে কত বর এল গেল তার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু তাদের কাকেও আমার পছন্দ হয় নি।

অলীক। ভাল বর না হ'লে আপনার মতন লোকের পছন্দ হবে কেন? আর ভাল বর পাওয়াও অদৃষ্টের কর্ম্ম। অত কথায় কাজ কি, এই দেখুন না কেন, বিষ্ণুপুরের রাজা তার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য আমাকে কত সাধাসাধি

কল্লে—কিন্তু আপনাকে কথা দিয়েছি ব'লে আমি তাতে কিছুতেই রাজি হলেম না। আর দেখুন মশায়, আমার কি একটা বদ্ রোগ আছে যে একবার কথা দিলে আর আমি তা লঙ্ঘন কত্তে পারিনে—বরং ইদিকের সূয্যি উদিকে উঠ্‌তে পারে তবু আমার কথার বেঠিক্ হয় না।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) তা কেমন—যুধিষ্ঠিরের ঠাকুরদাদা আর কি!

সত্য। এ আবার বদ্ রোগ কি?—এ তো সচ্চরিত্রেরই লক্ষণ। এ রকম রোগ যেন বাপু সকলেরই হয়।—যাহোক্ বাপু তোমাকে আজ আমার পরীক্ষা ক'ত্তে হবে—আমি এই নিয়ম ক'রেছি যে পরীক্ষা না ক'রে কারও সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেব না।

অলীক।—(আশ্চর্য্য হইয়া) পরীক্ষা!—কিসের পরীক্ষা মশায়? (স্বগত) কি উৎপাৎ! এত ক'রে ইস্কুল থেকে এড়িয়ে আবার বুড়ো বয়সে এগ্‌জ্যামিনের দায়ে পড়তে হ'ল নাকি!

সত্য। এমন কিছু পরীক্ষা নয়—তোমার কথাবাত্রাতেই তোমার যথেষ্ট পরীক্ষা হবে।

অলীক। (স্বগত) রাম বল বাঁচলেম। কথা বাত্রায় আমার পরীক্ষা হবে; তবে আমাকে আর পায় কে?—এম্‌নি লম্বা চৌড়ো কথা শুনিয়ে দেব যে উনি একেবারে তাক্ হয়ে যাবেন। (প্রকাশ্যে) তা মশায় আমি পরীক্ষা দিতে রাজি আছি।—দেখুন মশায় সে দিন একটা ভারি বিপদে পড়েছিলেম।

সত্য। কি বিপদ বাপু?

গদা। (অন্তরাল হইতে) এই দেখ, আবার কি একটা আষাঢ়ে গল্প বলে।

অলীক। ও পারে বোস্‌দের বাড়ি সে দিন আমার আর আমার একটী বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল—তা মশায় আমরা তো জগন্নাত ঘাটে নৌক ক'র্‌লেম। নৌকোয় উঠে খানিক দূর গিয়েছি—তখন ঝিকি মিকি ব্যালা—কোন্নগরের দিকে একটী মেঘ দেখা দিলে, তার পরে ফুর্ ফুর্ ক'রে একটু বাতাস উঠ্‌ল। তার পরেই মশায় তত্তর ক'রে কাল মেঘে একেবারে আকাশ ছেয়ে গেল—আর ভয়ানক ঝড়।

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) যে রকম বর্ণনা

কচ্চেন তাতে তো দেখচি ইনি বেশ নভেল লিখ্‌তে পারেন।

অলীক। তার পর মশায় ভয়ানক তুফান;—এমন তুফান আমি কখন দেখিনি।—তাল গাছের মত বড় বড় ঢেউ যেন চারদিক থেকে গিল্‌তে এল।—নৌকটা ডোবে আর কি—এমন সময় আমি কোমর বেঁধে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লেম। ভাগ্যি আমার সাঁতার দেওয়া টা খুব অভ্যাস ছিল, তাই রক্ষে। আমি সেখান থেকে এক ডুব্ মার্‌লেম্, এক ডুবেই একেবারে শাল্‌কের ঘাটে দাখিল। ঘাটের রাণাটা আমার মাথায় ঠণাৎ ক'রে লাগ্‌ল। কপাল টা আমার একেবারে ফুলে ঢাক হয়ে উঠ্‌ল। তার পর দেখি পেট্‌টাও জল খেয়ে ঢেঁকি হয়েছে। যা হোক্ প্রাণ টা তো বাঁচ্‌লো।

হেমা। আহা, না জানি কত কষ্টই পেয়েছিলেন।

সত্য। জল খেলে কি ক'রে বাপু? যে ডুব সাঁতার ভাল জানে সে কি কখন জল খায়?

অলীক। একি মশায় ছোট পুষ্করিণী—একে গঙ্গা তাতে আবার তুফান—যেই এক এক বার মাথা ওঠাচ্চি অমনি এক এক ঘটি জল খেয়ে ফেল্‌চি।

সত্য। তবে যে বাপু তুমি ব'ল্লে এক ডুবেই গঙ্গা পার হলেম?

অলীক।—সে কথার কথা বল্‌ছিলেম।—তার পর শুনুন্ না মশায়—সাঁতার দিয়ে তো ভয়ানক হাঁপিয়ে পড়েছি—প্রাণ যায় আর কি—কি করি,—কোথায় যাই—ভাগ্যি কাছে একটা দোকান ছিল তাই মশায় রক্ষে—সেখানে গিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে তবে বাঁচি।

সত্য। এক গঙ্গা জল খেয়েও সাধ মিট্‌ল না বাপু?

অলীক। সে জল কি পেটে ছিল মশায়, গঙ্গার থেকে উঠেই বমি হ'য়ে গ্যাল।

সত্য। ভাল তোমার সেই বন্ধুটীর দশা কি হল? সে মোলো কি বাঁচ্‌লো তার কথা তো তুমি কিছুই বল্লে না।

অলীক। বন্ধু কে মশায়?

সত্য। এই যে তুমি প্রথমেই বল্লে "ওপারে আমার আর আমার একটী বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল"—

অলীক। ওঃ! তার কথা বল্‌চেন? সে তো তখনি অক্কা পেলে—যেমন নৌক ডুব্‌ল তারও সেই

সঙ্গে হয়ে গেল—সাঁতার না জান্‌লে কি গঙ্গায় রক্ষা আছে মশায় ?

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) লোকটার মুখ জোর খুব আছে। বোধ হয় আমার বেশি কষ্ট পেতে হবে না। আপনার কাজ আপনিই ফতে ক'ত্তে পার্‌বে।

(অলীক বাবুর একজন বন্ধুর প্রবেশ)

বন্ধু (স্বগত) সে শালা কোথায় ? সে দিন বড় ঢলিয়েছিল। এমনি মাতাল হয়েছিল যে চৌকিদা-রেরা ঝোলায় ক'রে তাকে পুলিসে নিয়ে যায়। আমি তবে দশটা টাকা দিয়ে চৌকিদারের হাত থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। কোথায় সে শালা ?

(অলীককে দেখিতে পাইয়া প্রকাশ্যে)

হ্যাঁঃ বাবা ! সেদিন কেমন রগড় হয়েছিল ?

অলীক। (ত্রস্ত হইয়া স্বগত) কি উৎপাৎ ! সেই শালা এসেছে দেখ্‌চি—এই বার দেখ্‌চি সব ফাঁস হ'য়ে গেল। কি ক'রে এখন একে থামাই।

(এই সময়ে গদাধর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অলীকের বন্ধুকে তাড়াতাড়ি ইঙ্গিত দ্বারা আহ্বান ও গদাধরের নিকট তাহার গমন)

সত্য। ও লোকটী কে বাপু ?

অলীক। (স্বগত) ও বেশ গাইতে পারে—ওকে গাইয়ে ব'লে চালিয়ে দেওয়া যাক্ না কেন। সহরের এক জন খুব ধনী ব'লে আমি সত্য সিন্ধুর কাছে আপনার পরিচয় দিয়েছি—দুই এক জন গাইয়েও যে আমার মাইনে করা চাকর আছে—সেটাও তো বলা ভাল। আর গান ক'ত্তে বল্লেই ও ব্যাটাও লজ্জায় এখান থেকে এখনি পালাবে, তা হ'লে আমিও বাঁচ্‌ব।

সত্য। ও ছোগ্‌রাটী কে বাপু ?—বলচ্ না যে ?

অলীক।—আজ্ঞে—ও একটী গাইয়ে—৫০ টাকা দিয়ে ওকে আমি চাকর রেখেচি।

সত্য। বটে!

গদাধর। (অন্তরালে—অলীকের বন্ধুর প্রতি জনান্তিকে) কর্ত্তা ব'সে আছেন দেখ্‌তে পাও নি ? এয়ারকির কথা গুল ছেড়ে দিয়ে ওখানে ভাল হয়ে বোসো।

বন্ধু।—(স্বগত) উনি কর্ত্তা না কি—তবে তো কথাটা ভাল হয় নি। এবার তবে ভাল মানুসের মত বসি গে। (নিকটে আসিয়া উপবেশন)

অলীক।—(সত্যসিন্ধুর প্রতি) ইনি বেশ গাইতে পারেন মশায়।

সত্য।—"জ্ঞানং পরতরং নাস্তি, গানং পরতরং নাস্তি" গানের চে কি আর জিনিস আছে? তোমাদের কল্‌কাতায় এলেম বাপু—ছু একটা গান টান শোনাও।

বন্ধু। (লজ্জিত হইয়া) আমি মশায় গান জানিনে।

অলীক।—মশায় উনি গানেতে ওস্তাদ।

সত্য।—তবে হোক্ না একটা—হোক্—হোক্।

অলীক।—গাওনা একটা—

বন্ধু। (স্বগত) ভাল মুস্কিলেই পড়েছি—এ-রকম হবে জান্‌লে কোন্ শালা এখানে আস্‌তো—দূর হোক্ গে—যা জানি একটা গেয়ে পালাই।

(গানারম্ভ।)

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

"গা তোলোরে নিশি অবসান প্রাণ।
বাঁশ বনে ডাকে কাক, মালি কাটে পুঁই শাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।

ধুতুরা ভ্যারেণ্ডা আদি, ফুটে ফুল নানা জাতি,
ক্যাভেঞ্জারের গাড়ি নিয়ে যায় গাড়োয়ান।"

সত্য। বাঃ বেশ মিষ্টি গলা তো!

অলীক। কেন মশায়, প্রাতঃকালের বর্ণনাটাই বা কি মন্দ।

বন্ধু। (উৎসাহ পাইয়া) এরই জোড়া আর একটী সন্ধ্যার বর্ণনা আছে—সেটা আরও ভাল।

অলীক। সেটা শুনিয়ে দেও না।

বন্ধু। গানটী হচ্চে জানকীর প্রতি শ্রীরামের উক্তি।

সত্য। তা বেশ—বেশ—ঐ গানটীই গাও বাপু।

বন্ধু। (গানারম্ভ)

রাগিণী পুরবী—তাল কাওয়ালি।

গা ঢালোরে, নিশি আওয়ান, প্রাণ।
"বেল ফুল" "বেল ফুল", ঘন হাঁকে মালি কুল,
"বরীফ্" "বরীফ্" হেঁকে বরফ্-ওলা যান।
শ্যাওড়া বসে পালে পাল, ক্যাক্কা হুয়া ডাকে শ্যাল,
আঁস্তাকুড়ে কিচির্ মিচির্, ছুঁচোয় করে গান।
হুলো বেড়াল মিয়াও কোরে, নেংটে ইঁদুর খাচ্চে ধোরে,
পেঁচা ভাবে আমার খাবার অন্যে কেন খান।

পড়্‌ল গুড়ুম নটার তোপ্‌, এখনও কি যায় নি কোপ,
একটু-খানি দিয়ে হোপ্‌ রাখ্‌লো আমার প্রাণ।
ভোঁদড় গুল মার্‌চে উঁকি, ঘুমিয়ে পোলো খোকা খুঁকি,
শ্রীরাম বলেন হে জানকী ভাংবে কি তোর মান?
দ্বিজ বাল্মীকি কয়, এমান ভাংবার নয়,
চরণ ধর হে দয়াময়, নইলে নাই কো ত্রাণ।

সত্য। (কিয়ৎক্ষণ-ভাবিয়া)—কিন্তু—এটা তো
বাল্মীকের রচনা বলে বোধ হচ্চে না বাপু।—এটা
যে কেমন কেমন ঠেক্‌চে।

অলীক। আজ্ঞে ওটা নিজ বল্মীকের না হোক্‌,
কীর্ত্তিরাম দাসের ভাঙ্গা বটে। (স্বগত) ইনি হচ্ছেন
এক জন অজ্‌ পাড়াগেঁয়ে লোক—রাগরাগিনীর
ধার তো কিছুই রাখেন না।—আমিও ততোধিক—
কিন্তু এঁর কাছে রাগ-রাগিনী ফলাতে খুব আরাম
আছে (প্রকাশ্যে) এটা কি রাগিনী জানেন মশায়?

সত্য।—না বাপু—রাগ রাগিনী আমি কিছু বুঝি নে।

অলীক।—আজ্ঞে এটা হ'চ্চে রাগিনী শব্দ-
কল্পদ্রুম।

বন্ধু। না না—এটা যে বেহাগ।

অলীক আরে মুর্খ—এর বাঙ্গলা নাম বেহাগ,

সংস্কৃততে একে শব্দকল্পদ্রুম বলে। দেখুন মশায়—হিন্দু-সন্তান হয়ে সংস্কৃতটা না জানা বড়ই খারাপ।

সত্য। তার সন্দেহ কি বাপু। আর একটা গান হোক্ না—তুমি বাপু ফর্‌মাস কর—আমি তো রাগ রাগিনী কিছুই বুঝিনে।

অলীক। আচ্ছা—রাগ ঘটোৎকচ গাও দিকি।

বন্ধু। সে কি আবার?

সত্য। ঘটোৎকচ ব'লে তো একটা রাক্ষস ছিল জানি—ঐ নামে এক রাগও আছে না কি?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ!—এ রাগ সকলে জানে না। খুব বড় গাইয়ে না হ'লে এ রাগে গাইতে পারে না।

বন্ধু। (স্বগত) শালা তো ভারি উৎপাতে ফেল্লে দেখ্‌চি, ঘটোৎকচ রাগ তো আমি কখন শুনিনি। যাহোক্ আর এখানে থাকা নয়, পালান যাক্। (প্রকাশ্যে) অলীকবাবু, আমি তবে আসি—আমার আজ একটু বিশেষ কাজ আছে। (তাড়াতাড়ি প্রস্থান)

অলীক।—ব্যাটার রোজই একটা না একটা ওজর। ৫০ টাকা মাইনে বড় কম নয়। রোস্

কালই ওকে ছাড়িয়ে আর এক জন গাইয়ে বাহাল কচ্চি। আমার বড় আপ্‌সোস্ হচ্চে যে মশায় ঘটোৎকচ রাগিনীটা শুন্‌তে পেলেন না—তা সকল ওস্তাদ তো সকল রাগ জানে না, আমি আর এক ওস্তাদের কাছে এই রাগটী পূর্ব্বে শিক্ষা করেছিলেম—তা যদি বেয়াদবি মাপ করেন তো—

সত্য।—তা গাও না—তাতে ক্ষতি কি। উত্তম সঙ্গীত হলে পিতা-পুত্রেও গাওয়া যায়। শাস্ত্রেই তো আছে "শিশু পশু মৃগব্যালা নাদেন পরিতুষ্যতি"

অলীক। (নানা ভঙ্গী সহকারে গানারম্ভ)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

"ছিলি যেখানে সেখানে যারে ভৃঙ্গ; চটক্ ফটক্ দেখালে কি হবে। আস্‌কারা মস্‌কারা পেয়ে করিস্ নেকো রঙ্গ॥

করিস্‌নে করিস্‌নে ম্যানে মিছে ন্যাকেরা, রাগে গর্ গর্ গর্ গর্ গর্ গর্ কপালে খ্যাংরা;

ধা কিটিতাক্ ধুমকিটিতাক্ ধেন্না উড়ে যা পতঙ্গ, রঙ্গ ভঙ্গ দেখে জ্বলিছে অঙ্গ"॥

সত্য।—দিল্লি থেকে একজন মস্ত ওস্তাদ কৃষ্ণনগরে এক বার এসেছিল—সে বাপু এই রকম খিটিমিটি

খিটিমিটি ক'রে কত কি গান গেয়েছিল। তাতেই বোধ হচ্চে, ইটি উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত।

অলীক। আজ্ঞে হাঁ উচ্চ অঙ্গের বৈকি, মিঞা-- তান সেনের পৃসিদ্ধ ধ্রূপদ।

হেমা।— (অন্তরাল হইতে স্বগত) হা কর্ণ! তুমি কি শুন্‌লে! যা শুন্‌লে তা কি আর কখন শুনেছ? এমন মিষ্টতা কোথায় আছে? এমন মিষ্টতা পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে নেই—এমন মিষ্টতা উষার অরুণ-কিরণে নেই—এমন মিষ্টতা মধুকর-রচিত মধুচক্রে নেই—হা কি শুন্‌লেম!

সত্য। বাপু তমাকু ডাক, সেই অবধি তোমার গল্প শুন্‌চি—এক ছিলিম তমাক দিলে না।

অলীক।—তাইতো, ব্যাটারা ভারি কুঁড়ে দেখ্‌চি। ওরে মাধা—হারা—কানাই—কোন ব্যাটাই উত্তর দেয় না।

সত্য। এমন জান্‌লে যে আমার চাকর সঙ্গে নিয়ে আস্‌তেম। তুমি বল্লে তোমার ঢের চাকর আছে—তাই আর আন্‌লেম না।

অলীক।—আজ্ঞে চাকরের অপ্রতুল কি?—আমার দশ বার জন চাকর।—ব্যাটারা সব ঘুমুচ্চে

দেখ্‌চি। রস্থন মশায়—আমি একবার দেখে আসি।

(অলীকের প্রস্থান, পরে স্বয়ং তামাক সাজিয়া অলক্ষিত ভাবে হাতটী মাত্র বাড়াইয়া ঘরের ভিতরের দেয়ালে হুঁকা ঠেস্ দিয়া রাখন ও পরে পুনঃ প্রবেশ)

অলীক।—কি আশ্চর্য্য! এখনও ব্যাটারা তামাক্ দিলে না?—ও!—ঐযে দিয়ে গেছে দেখ্‌ছি। মশায় তামাক ইচ্ছে করুন।

সত্য। (হুঁকা লইয়া) আ বাঁচলেম!

অলীক। দেখেছেন মশায়—ব্যাটারা আস্তে আস্তে হুঁকটা ঐ খানে রেখে গেছে—আমার ভয়ে এখানে আস্‌তে পারে নি।

সত্য। (কাশিতে কাশিতে) দেখ বাপু, তোমা-দের কল্‌কাতা বড় গরম—এখানে আর তিষ্ঠোনো যায় না।

অলীক।—গরম বোধ হচ্চে?—একটু নক্‌স্ ভমিকা খান্ না মশায়।

সত্য। সে কি বাপু?

অলীক। হুমোপাথি চিকিৎসায় এই ওষুধ চলিত—বড় চমৎকার ওষুধ। হনুমান জী গন্ধমদন

থেকে যে ওষুধ এনে লক্ষ্মণ ভায়াকে বাঁচান, এ সেই ওষুধ। জানেন মশায় আমাদের হনুমান এক জন মস্ত ডাক্তার ছিলেন।

সত্য। হুমোপাথি চিকিৎসাটা কি রকম বাপু?—তোমার চিকিৎসা বিদ্যাও আসে না কি?

অলীক।—আজ্ঞে চিকিৎসা শাস্ত্রও কিঞ্চিৎ অধ্যেয়ন করা হয়েছিল—হুমোপ্যাথি শাস্ত্রটা কি জানেন মশায়? প্রথমে এই শাস্ত্রের নাম হনুমান-পন্থি ছিল—ক্রমে তার নাম হুমোপ্যাথি হয়ে দাঁড়িয়েছে।—ইংরেজ বেটারা বলে কিনা এ শাস্ত্র তারা বের করেছে—কিন্তু হনুমান যে এর ছিষ্টিকর্ত্তা এটা মশায় তাঁরা অস্বীকার কত্তে পারেন না।

সত্য। বটে?

(বাড়ি ভাড়ার টাকা আদায় করিবার জন্য একটা খাতা হস্তে এক জন ব্যক্তির প্রবেশ)

ঐ ব্যক্তি।—(স্বগত) সেই ছোগ্‌রাটা তো এই বাড়ি ভাড়া ক'রেছে—তার বিষয় আশয় আছে কি না তা তো জানি নে—এখন ভাড়ার টাকাটা আদায় হ'লে হয়।

অলীক। (স্বগত) সর্ব্বনাশ ক'রেছে—সেই

ব্যাটা এই বাড়ির ভাড়া আদায় ক'ত্তে এসেছে। এটা যে আমার নিজ বাড়ি নয়—ভাড়াটে বাড়ি— এই বার দেখ্‌চি সব প্রকাশ হয়ে পড়্‌বে। ব্যাটাকে এখন কি ক'রে তাড়ান যায়?

ঐ ব্যক্তি। (অলীককে দেখিতে পাইয়া) এই যে বাবু—আমার হিসাব টা চুকিয়ে দিলে ভাল হয় না?—অনেক দিন পড়ে আছে।

অলীক। (ধম্‌কাইয়া) এখানে কি?—যাও যাও নিচে যাও—দফ্‌তর্‌খানায় যাও—

ঐব্যক্তি। দফ্‌তর্‌খানায় যাব?—এই যাই মশায়।—(স্বগত) এমন তেরিয়া মেজাজের বাবুও তো আমি কখন দেখিনি—মিষ্টি মুখে বল্লেই হয় যে যাও দপ্তরখানায় গিয়ে খাতাঞ্জির কাছ্‌ থেকে ভাড়ার টাকা কটা চুকিয়ে নেওগে—তাতো নয়—বাবা! আমাকে যেন একেবারে খেতে এল। (প্রস্থান)

গদা। (স্বগত অন্তরাল হইতে) বাবুর খাতাঞ্জি তো ঢের! এখন ও ব্যাটা যদি ফের উপরে আসে, তাহলেই তো মিথ্যা কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়্‌বে, তা কখনই হতে দেব না—ব্যাটা নিচে গেলে

এমনি ঠুকে দেব যে প্রাণান্তেও আর এ মুখো হবে না।

অলীক।—আরে মশায়, আমার সরকারটা ভারি বিরক্ত ক'রে তুলেছে। এই সময় কিনা হিসেব নিয়ে উপস্থিত!—এই সময় কি হিসেব দেখ্‌বার সময়?

সত্য। হিসেব টিসেব বুঝি তুমি নিজেই দেখ?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ, সব নিজে দেখ্‌তে হয়—নিজের চোখে না দেখ্‌লে কি চলে মশায়?

সত্য।—একথা শুনে বাপু আমি বড় খুসি হলেম—কেন না, বড় মানুসের ছেলেরা নিজের চোখে কিছুই দেখে না। আর একটা বাপু তোমাকে আমি উপদেশ দি। দেখ, ঘরে ব'সে কথনই থেক না—একটা কোন ভাল কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দ্যাখ—যদিও তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য—কিছুরই অভাব নেই—তবু একটা কাজ কর্ম্ম নিয়ে থাক্‌লে খারাপ দিকে মন যায় না—গভর্ণমেণ্টে কাজ করে এমন কি কোন বড় লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ নাই?—মুরুব্বির জোর না থাক্‌লে বাপু আজ কাল কোন কাজ পাওয়া যায় না। আনারেবল্ জগ-

দীশ বাবুর সঙ্গে কি তোমার আলাপ আছে ? তিনি এক জন মস্ত লোক।

অলীক। বলেন কি মশায়?—তাঁর সঙ্গে আমার আবার আলাপ নেই—বিলক্ষণ আলাপ আছে।

সত্য। তাঁর সঙ্গে তোমার সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হয়?

অলীক।—সাক্ষাৎ হয় না?—প্রতিদিনই সাক্ষাৎ হয়। তাঁর বাড়িটী বড় চমৎকার দেখ্‌তে মশায়।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) এই দেখ, আবার একটা মিথ্যে কথা কয়। আমি হলেম জগদীশ বাবুর মোসাহেব—আমি তো ওকে এক দিনও আমাদের বাড়িতে যেতে দেখি নি।

অলীক।—জগদীশ বাবু আমার এক জন মস্ত মুরব্বি। তিনি দুটো কর্ম্ম আমার জন্যে রেখেছেন। হয় বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের, নয় টাক-শালের দেওয়ানি পদটা তিনি সাহেব-সুবকে বলে আমাকে ক'রে দেবেন। এখন আমার ওর মধ্যে যেটা পছন্দ হয়। আর তিনি পষ্টই বলেন যে অলীকপ্রকাশের মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী লোক সহরের মধ্যে অতি অল্পই আছে।

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) তা বাস্তবিক। অলীক বাবুর মত লোক আমি তো কোথাও দেখি নি। যে পৃথিবীতে গোলাপে কণ্টক আছে, বিদ্যুতে বজ্র আছে, পুষ্পকলিকায় কীট আছে, প্রতি-পদে অলীকতা কুটিলতা শঠতা, অলীক বাবু সে পৃথিবীর লোক নন।

সত্য। এ অতি সুখের বিষয়। তা বাপু—এমন সুবিধে পেয়েও চুপ্ ক'রে বসে আছ? এস—এখনি তোমায় জগদীশ বাবুর কাছে যেতে হবে।—এস আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্চি—যাতে এই ছুটোর মধ্যে একটা কর্ম্ম শীঘ্র তোমার হয়, তার জন্য বি-শেষ চেষ্টা কত্তে হবে।

অলীক। এই সবে আপনি এখানে এসেছেন, এর মধ্যেই কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে যাবেন?—ভাল কথা—আমার এই বাড়িটা আপনি কেমন পছন্দ করেন?

সত্য। বাড়িটা একটু ফাঁকা জায়গায় হ'লে ভাল হ'ত—তা—

অলীক। এ কথা আমাকে আগে বল্লেন না কেন মশায়? বিডিন এস্কোয়্যারের সাম্‌নে আমার

একটা মস্ত বাড়ি আছে—সে জায়গাটা বেশ ফাঁকা। তা হ'লে ঠিক্ আপনার মনের মত হ'ত।

সত্য। তোমার আর একটা বাড়ি আছে না কি ?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ। সে বাড়িটে তৈরি ক'ত্তে আমার বেশি খরচ পড়ে নি। হদ্দ পাঁচ লাখ টাকা।

গদা। (অন্তরাল হইতে) খরচের মধ্যে একটী মিথ্যে কথা!

অলীক। বাড়িটী মশায় বড় চমৎকার! আগা গোড়া নতুন—বড় বড় ঘর, আর সকল রকম সুবিধে আছে। সে বাড়ি দেখ্‌লে আপনি নিশ্চয় পছন্দ কত্তেন।

সত্য। সত্যি নাকি ?—তা বেশ হয়েছে—আমি সেই বাড়িতেই থাক্‌ব। যদিও এ বাড়ির দুটো মহল আছে—তবু তোমাতে আমাতে এখন এক সঙ্গে থাকাটা ভাল দেখায় না।

অলীক। কি আপ্‌শোষ। আপনি যদি এর কিছু আগে বলতেন, তাহ'লে বড় ভাল হত। আমি—এই কাল বাড়িটে বিক্রী ক'রে ফেলেছি।

সত্য। কি! এর মধ্যেই—বিক্রী ক'রে ফেলেছ?

অলীক।—হাঁ মশায় দেড় লাখ্ টাকায়। যেমন বাড়ি তদুপযুক্ত দাম হয় নি যদিও—কিন্তু কিছু মেরামত বাকী ছিল না-কি তাই—

সত্য। এই বল্লে বাড়িটে আগা গোড়া নতুন—আবার মেরামত বাকি?

অলীক।—আমার বল্‌বার অভিপ্রায় তা নয়—বাড়িটা নতুন সত্যি—কিন্তু একটা দেয়ালের গাঁথনি মজবুদ ছিল না ব'লে খানিকটা ভেঙ্গে পড়ে ছিল। আজ কালের গাঁথুনি কি কম মজবুত তা তো আপনি জানেন—সেই জন্য দেড় লাখ্ টাকা—দেড় লাখ্ টাকাতেই রাজি হলেম—মনে কল্লেম—যথা লাভ!

সত্য। বাড়িটা বিক্রি করেছ কাকে?

অলীক। যাকে বিক্রি ক'রেছি তার নাম লাটু ভাই। লোকটা খুব ধনী। আগে কল্‌কাতায় একজন মস্ত দালাল ছিল। এখন কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ব'সে আছে।

(পত্র লইয়া এক ব্যক্তির প্রবেশ।)

পত্রবাহক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়! আপনার নামে এক খানি পত্র আছে (পত্র প্রদান)

সত্য। (পত্র পাঠ) ও! সেই টাকাটা দিতে হবে বটে! সেই হুণ্ডিগুল আবার কোথায় রাখ্‌লেম দেখি।

(সত্যসিন্ধু পত্র-বাহক ও অলীকের প্রস্থান এবং হেমাঙ্গিনী ও প্রসন্নের প্রবেশ)

হেমা।—দ্যাখ্ পিস্‌নি, যার সঙ্গে ভালবাসা হয় তাকে ভালবাসার চিঠি গোপনে পাঠাতে হয়—তুই যদি নভেল পড়্‌তিস্ তা হলে এ সব বেশ বুঝ্‌তে পাত্তিস্।

প্রস। তোমরা দিদিঠাকরুণ ন্যাকা পড়া জান, তোমরা চিঠি পাঠাবে বৈকি—আমরা মুখ্‌খু নোক, আমরা অত কি জানি।

হেমা।—তা দ্যাখ্—আমি একটা চিঠি লিখেছি —শোন্ দিকি কেমন হয়েছে। (পত্রপাঠ)

পত্র।

স্বামিন্!—

কি বলিলাম?—আমি কি এখন আপনাকে এরূপ সম্বোধন করিতে পারি?—কে বলে পারি

না ?—অবশ্য পারি। সমাজ ইহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে পারে, পৃথিবীর সমস্ত লোক আমার নিন্দা দেশ বিদেশে পরিঘোষণা করিতে পারে, পিতা মাতা আমাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু এরূপ মধুর সম্বোধন করিতে কেহই আমাকে বিরত করিতে পারিবে না। আমি জগতের সমক্ষে, চন্দ্রসূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে বলিব তুমিই আমার স্বামী; শত বার বলিব, সহস্রবার বলিব, লক্ষ বার বলিব, তুমিই আমার স্বামী। যে অবধি আমাদের গবাক্ষ দ্বার দিয়া তোমার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ-খানি দেখিলাম—সেই মুখ-খানি—সেই উষার প্রথম কিরণের ন্যায় মুখ-খানি, সায়াহ্নের প্রথম তারার ন্যায় মুখ-খানি, কমল-বনে প্রথম শিশির-বিন্দুর ন্যায় মুখ খানি, প্রেমের প্রথম আলাপের ন্যায় সেই মুখ-খানি দেখিলাম—দেখিয়া মজিলাম—মজিয়া জ্বলিলাম—জ্বলিয়া মরিলাম না কেন ?—আর পারি না—পত্রের প্রতি ছত্র অশ্রুজলে সিক্ত হইতেছে—কত পত্র লিখিলাম, অশ্রুজলে মুছিয়া গেল—আবার মুছিয়া গেছে—আবার লিখিয়াছি—আর

পারি না—অশ্রুজলে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না—এই বার বিদায়—এই বার শেষ বিদায়—জন্মের মত বিদায়। যদি এই নারীজন্মে বিধাতা এমন দিন লিখিয়া থাকেন, তবে একবার তোমার সেই মুখ-খানি দেখিব—নয়ন ভরিয়া দেখিব—দেখিতে দেখিতে মরিব। জীবনে আর আমার কোন সাধ নাই।

তোমারি হেম।

প্রস।—(অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে) বালাই! তুমি দিদিঠাকরুণ মর্‌বে কেন?—ও রকম ওলুক্ষুণে কথা কি নিক্‌তে আছে?—যার কেউ নেই সেই মরুক্, তুমি মর্‌বে কেন?—বালাই!

হেমা। তুই পাগল হয়েচিস্ না কি? আমি কি সত্যি-সত্যি মর্‌তে যাচ্চি?—ভাল বাসার চিঠিতে ওরকম লিখ্‌তে হয়। তুই যদি নভেল পড়্‌তে জান্‌তিস্ তো এসব বুঝ্‌তে পাত্তিস্। (স্বগত) হাঁা হাঁা, একটা কথা ভুলে গিয়েছি, বিষবৃক্ষের সেই জায়গাটা তুল্লে হ'ত।—থাক্ আর কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) দ্যাখ্ পিস্‌নি, তুই এই চিঠিটা কোন রকম ক'রে অলীক বাবুর হাতে দিতে পারিস্?—

প্রস। তা দিদিঠাকরুণ পারব না কেন— আমি নুকিয়ে দিয়ে আস্‌ব এখন।

হেমা। (পত্র প্রদান) দেখিস্ যেন কেউ না টের পায়। ঐ বুঝি অলীক বাবু এই দিকে আস্‌চেন।

(হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান ও অলীকের প্রবেশ)

প্রস। (অলীকের প্রতি) হ্যাঁগা বাবু, তুমি কি কিছুতেই শোধ্‌রাবে না?

অলীক। (চমকিত হইয়া) এ মাগি কোথা থেকে এল?—ক্যাডাভ্যারাস্—কে তুই?—আ মোলো মাগি, শোধ্‌রাব কি?

প্রস। তোমার সঙ্গে বের সোম্মোন্দো হচ্চে নাকি—তাই বল্‌চি, আমি দিদিঠাকরুণের দাসী, আমার নাম পেসন্ন।

অলীক। (বুঝিতে পারিয়া) ও! তুমি প্রসন্ন— দিদি ঠাকরুণের দাসী—এস এস। তোমার দিদিঠাক-রুণ ভাল আছেন?

প্রস। হ্যাঁগা, ভাল আছেন।

অলীক। আমি তোমার দিদিঠাকরুণের কাছে কি দোষে অপরাধী যে তুমি আমার শোধ্‌রাবার

কথা বল্‌চ? তোমার দিদিঠাকরুণ বই আমি তো আর কাউকে জানিনে।

প্রস। নানা তা নয়—কত্তা-বাবু বলেচেন যে আজ রাত্তিরের মধ্যে যদি তোমার একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়ে, তাহলে তোমার সঙ্গে দিদিঠাকরুণের বে দেবেন না।

অলীক। আমার মিথ্যা কথা?—আমি মিথ্যে কথা কই?—এ দোষ কে দিলে?—আমার মতন মিথ্যেবাদী—রাম্ বল—সত্যবাদী আর একটী খুঁজে বের কর দিকিন?

প্রস। নানা তা বলচিনে বাবু—কথা-গুন ডাগর ডাগর না বোলে একটু খাট খাট করে বোলো— আমাদের কত্তা ডাগর ডাগর কথা ভাল বাসেন না।

অলীক। সব সময়েই কি কথা ছোটো হয়—কখন খাট—কখন ডাগর—যে টা সত্যি সেইটিই তো বল্‌তে হবে। জান্‌লে প্রসন্ন, আমার সব কথাই সত্যি, মোদ্দাখানা সত্যি। তবে অত খুঁটি নাটি ধর্‌তে গেলে চলে না। আর দ্যাখ বাছা, যেটী হয়েছে ঠিক্ সেইটী বল্‌তে আমার বড় ভাল লাগে না—

ওর মধ্যে একটু খানি অলঙ্কার না দিলে কথা গুল খট্‌খোটে হয়ে পড়ে। কাট্‌খোট্টার মত নেহাৎ ডালরুটি খেগো কথা গুল কি ভাল লাগে? ভদ্র লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলেই পাঁচ রকম সাজিয়ে বল্‌তে হয়—না হ'লে যে আমাকে অসভ্য বল্‌বে। অত কথায় কাজ কি—এবার তোমাকে বেশ বুঝিয়ে দিচ্চি, মানুষ কি শুধু ভাত খেয়ে বাঁচ্‌তে পারে? ভাতের সঙ্গে ডাল চাই—মাচের ঝোল চাই— কালিয়ে চাই—

প্রস। (তাড়াতাড়ি) আমি বাবু একটা মাচ্‌-চচ্চড়ি আর আম্বল পেলেই সব ভাত গুল খেয়ে ফেল্‌তে পারি।

অলীক। তাই বল্‌চি—এখন বুঝ্‌লে তো?

প্রস। এখন বুঝিচি। আমিও তো তাই বলি বাবু।

অলীক। তবে আর কেন—যাও!

প্রস। হ্যা দ্যাখো বাবু, দিদিঠাকরুণ তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন (পত্র প্রদান)

অলীক। (পত্র পড়িতে পড়িতে)—এর মধ্যেই স্বামী —গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি—তা হয়েছে ভাল—

মেয়েটাও দেখ্‌তে মন্দ নয়—আর সত্যসিন্ধুর টাকাও ঢের। মেয়েটার তো পছন্দ হয়েছে, এখন বাবা-ব্যাটার চোকে ধুলো দিতে পার্‌লে হয়। মেয়েটার পেটে কিছু বিদ্যে আছে দেখ্‌চি—যে রকম লিখেছে, আমার চোদ্দপুরুষ এলেও অমন লিখ্‌তে পারে না। মেয়েটা দেখ্‌চি আমার প্রেমে একেবারে মজে গেছে। আমাকে দেখ্‌তে তো নেহাৎ মন্দ নয়—তা মোজ্‌বেই বা না কেন? লিখ্‌চে "দেখিলাম—দেখিয়া মজিলাম—মজিয়া জ্বলিলাম—জ্বলিয়া মরিলাম না কেন"—বালাই মর্‌বে কেন?—লিখে জবাব দেওয়া তো আমার কর্ম্ম নয়—মুখে জবাব দেওয়া যাক্—আমার পেটে যত রসিকতা আছে এই বার সব টেনে টুনে বের কত্তে হবে। আমার চেয়ে মেয়েটার বিদ্যে থাকুতে পারে কিন্তু রসিকতায় আমার সঙ্গে আর পার্‌তে হয় না—পেট্ থেকে পড়েই বিদ্যে সুন্দর পড়্‌তে আরম্ভ করেছি বাবা। (প্রকাশ্যে প্রসন্নের প্রতি) দ্যাখ প্রসন্ন তোমার দিদিঠাক্‌রুণকে বোলো,—যে অবধি আমি তাঁর সেই পদ্মপলাশ-লোচনবৎ চক্ষুযুগল, তাঁর সেই শুক চঞ্চুবৎ ঠোঁট্ যুগল, তাঁর সেই অজাতলম্বা

হাত যুগল এবং তাঁর সেই গজেন্দ্র-গমনবৎ শ্রীচরণকমলেষু দর্শন করেছি সেই অবধি আমিও মোজেছি।—মোজেওচি বটে, মরেওচি বটে। দ্যাখ প্রসন্ন, তোমার দিব্যি, সেই অবধি আমার আর আহার নিদ্রে নেই। সদা সর্ব্বদা অষ্ট প্রহরই তোমার দিদিঠাকরুণের ধ্যানেতেই মগ্ন আছি। আবার তাতে এখন বসন্তকাল। বসন্ত কালের যে কি বিরহ-যন্ত্রণা তা তো তুমি জানো প্রসন্ন। যখন কোকিল কুহু-কুহু ক'রে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তখন গুম্ গুম্ শব্দে আমার প্রাণে যেন কে কিল মার্‌তে থাকে,—যখন চাঁদের জোচ্ছনা ফোটে, তখন এমনি গরম হয়ে ওঠে যে শরীরটা একেবারে শীক-কাবাব হয়ে যায়—গা-ময় মস্ত মস্ত সব ফোস্কা পড়ে—দ্যাখ প্রসন্ন এখনও তার দাগ মিলোয় নি (বসন্তের দাগ প্রদর্শন) আর যখন আমি বিছানায় শুই, তখন যে শুয্যি-কণ্টকটা উপস্থিত হয় তা আর কি বল্‌ব—এক বার এ পাশ, এক বার ও পাশ—ছট্‌ফট্ কত্তে হয়। কে বলে বিছানা বিছা না। অন্যের পক্ষে যাই হোক্ আমার পক্ষে প্রসন্ন সে বিছাই বটে। কট্ কট্ কোরে ভয়ানক কাম্‌ড়াতে

থাকে। এই সব যন্ত্রণার কথা তোমার দিদিঠাক-রুণের কাছে সব নিবেদন কোরো প্রসন্ন। আর যদি কোন রকমে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় তবে তো আর কথাই নেই। তোমার দিদিঠাকরুণকে বোলো আমি তাঁর জন্যে তৃষিত চাতকিনীর ন্যায় উপেক্ষা কচ্চি।

প্রস। তা বল্‌ব। (প্রসন্নের প্রস্থান)

অলীক। সত্য সিন্ধু বাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে যে আপত্তির কথা বল্‌ছিলেন প্রসন্নের কথার ভাবে এতক্ষণে তা বুঝ্‌তে পাল্লেম। এই বার খুব সাবধান হয়ে কথা কইতে হবে। কিন্তু—আমার কেমন একটা বদ্‌ অভ্যাস হয়ে গেছে যে মিথ্যা কথা-গুল যেন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

(অলীকের প্রস্থান এবং প্রসন্ন ও হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হেমা। কি লো, সেই চিঠিটা কি তাঁকে দিয়েচিস্‌?

প্রস। দিয়েছি বৈকি দিদিঠাকরুণ।

হেমা। তিনি কি তার কোন উত্তর দিয়েছেন?

প্রস। দিদিঠাকরুণ বরটী বেশ—না হ'লে

কি তোমার মনে ধরে—কেমন বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা—ভাল মান্‌সের ছেলেটী বড় সুবোধ শান্ত—আমাকে একবারও তুইতাকারি কোল্লেনা গা—আমাকে বাছা বোলে, পেসন্ন বোলে কত কথাই কইলে, একবারও আমাকে পিস্‌নি বোলে ডাকেনি দিদিঠাকরুণ।

হেমা। তিনি কি বোল্লেন তাই বল্‌না।

প্রস। আমি কি সে সব বুঝ্‌তে পেরেছি দিদিঠাকরুণ—তিনি কত ন্যাকা পড়ার কথা কইলেন—কোকিল্লের কথা কইল্লেন—চন্দর সূয্যির কথা কইলেন—আর কত কি কথা কইলেন। কিন্তু একবারও আমাকে পিস্‌নি বোলে ডাকেন নি।

হেমা। আ মর্‌—পিস্‌নি বলেন নি এই আহ্লাদে উনি গেলেন আর কি—আমার কথা কি বোল্লেন তা বোল্‌বে না—আপনার কথাই পাঁচ কাহন।

প্রস। দিদিঠাকরুণ তোমার কথাই তো কোই-লেন।—আহা ভাল মান্‌সের ছেলে কত দুক্ষু কোত্তে নাগ্‌লোগা—বোল্লে গরমে তার গায়ে ফোস্কা পড়েচে—আবার বিছানার মধ্যে একটা বিছে ছিল, তেনাকে কট্‌ কট্‌ কোরে কাম্‌ড়ে দিয়েচে—তার জন্যে তেনার রাত্তিরে ঘুম হয় নি—এই সব

দুক্ষের কথা তোমার কাছে দিদিঠাকরুণ জানাতে বোল্লেন। আরও বল্লেন তোমাকে তেনার বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।

হেমা। (আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া) কি বল্লি পিস্‌নি আমাকে তাঁর দেখ্‌তে ইচ্ছে করে?—আমার জন্যে তাঁর কষ্ট হয়? হা!—(দীর্ঘনিশ্বাস) আমি এখনি তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্‌ব। নদী যখন সাগর উদ্দেশে যায় তখন কে তাকে রোধ কর্‌তে পারে? দ্যাখ্ পিস্‌নি আজ তটিনী সাগর উদ্দেশে চোল্লো— কল্ কল্ নিনাদে চোল্লো—দেখ্‌ব কে তার গতি রোধ করে?—পিস্‌নি তুই তাঁকে খবর দে—আমি তাঁর সঙ্গে আজ দ্যাখা কোর্‌বোই কোর্‌বো। আমাকে দ্যাখ্‌বার জন্যে না জানি তিনি কত অধীর হয়েছেন।

প্রস। তা যাবে এখন দিদিঠাকরুণ—আগে একটু তেল দিয়ে মুখ-খানি পোঁচো—দাঁতে একটু মিশি দ্যাও—একটী সিঁদুরের টীপ্ পর—একটী পান খেয়ে ঠোঁট্ টুক্‌টুকে কর—পায়ে একটু আল্‌তা দাও—এক খানি রাঙ্গা পেড়ে সাড়ি পর— বেশ কোরে পেটে-পাড়িয়ে চুল বাঁধো—আহা দিদি-ঠাকরুণ বয়স কালে আমি কত কোরেছি—মিন্‌সে

আমায় কত আদর কোত্তো—সে সব কথা এখন মনে কল্লে বুকটা ফেটে-যায়।

হেমা। (ঈষৎ হাসিয়া) ওমা কি হবে, ঐ রূপ নিয়ে তুই আবার সাজ্ গোজ্ কোত্তিস্?—তা ওসব যে সেকেলে ধরণ। আশ্চয্যি!—ওরকম সাজ গোজে আবার তখনকার পুরুষ-গুল ভুল্‌তো!—তোদের কালে পিস্‌নি লোক-গুলো রূপে ভুল্‌তো—এখন-কার কালে তারা ভাবে ভোলে। প্রেম যে কি পদার্থ তা তখন-কার লোকে কি কোরে জান্‌বে বল্‌দিকি—তখন তো আর নভেলের সৃষ্টি হয় নি। এখন কি রকম সাজ গোজ কোত্তে হয় শুন্‌বি পিস্‌নি?—এই শোন্—চুল গুলো এলো কোরে রাখ্‌তে হয়—মুখে একটু দুঃখের ভাব আন্‌তে হয়—কখন বা আকাশ পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে, বুকে হাত দিয়ে ব্যাড়াতে হয়—কখন বা চোখ্ মাটির দিকে কোরে গালে হাত দিয়ে বোসে থাকতে হয়—মধ্যে মধ্যে খুব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে হয়—দ্যাখ্, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত গয়না পর্‌লে যত না হয় এক এক দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তার চেয়ে বেশি কাজ হয়—এই রকম ভাব দেখ্‌লে নভেল-পড়া পুরুষ-গুলো একেবারে ভুলে